ভোরের কাগজ

তারিখ 13 1 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

নীতিমালা আছে বাস্তবে প্রয়োগ নেই

মানসুরা হোসাইন : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নীতিমালা কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে সেগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতিই মানা হচ্ছে না। অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য বেসরকারি বিশ্ববিদালয়ের মধ্যে সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৩৭টি।

তবে এগুলোর সিংহভাগই কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না, যেগুলো সরকারের অনুমতি পায়নি বা নেয়নি তাদের অবস্থা আরো খারাপ। রাস্তার ওপরে কোনো ভবন অথবা গলির ভেতরে ঘুপচি কোনো জায়গায় শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড। অথচ এর প্রতিকারে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।

১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং এই আইনের বিধান কার্যকর সাপেক্ষে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কার্যক্রম চালাতে পারবে, তবে শর্তে উল্লেখ করা আছে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রারম্ভিকভাবে যে কোনো স্থানে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা যাবে ঠিকই তবে অস্থায়ীভাবে স্থাপনের তারিখ থেকে ৫ বছরের মধ্যে তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব অন্যূন ৫ একর পরিমাণ ভূমি ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকার অনুমোদিত ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগেরই স্থাপনের সময়কাল ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু রাজধানীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়নি। হাতে গোনা দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব জমি কিনেছে অথবা প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ টি এম জহুরুল হক বলেন, এখন পর্যন্ত ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়নি। চট্টগ্রামে দুই থেকে তিনটি এবং সিলেটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বয়স ১০ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে তারপরও তারা এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

শাস্তি হিসেবে তাদের অনুমোদন বাতিল করা যায়, কিন্তু সেটাও সময়সাপেক্ষ। তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে নীতিমালা মেনে চলার জন্য চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোচিং সেন্টারের মতো যত্রতত্র গড়ে উঠছে। তাদের শিক্ষার মান, ডিগ্রি প্রদান সবকিছুই সরকারের মনিটরিংয়ের বাইরে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি মন্তব্য করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা করা ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

নীতিমালা আছে বাস্তবে প্রয়োগ নেই

● শেষের পাতার পর

না হলেও শিক্ষার মানিক অবস্থান যাচাই করা সরকারের কর্তব্য। ব্যতিক্রম হিসেবে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি ১০ বছর পূর্তিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে গতকাল ৩০ জানুয়ারি ২০০৩ সালে। ২০০৬ সালের মধ্যে তিনটি পর্যায়ে স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, বসুন্ধরায় সাড়ে ৫ একর জমির ওপর এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকায় অবস্থিত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থাপন কাল হচ্ছে- ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ১৯৯৩ সাল, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ১৯৯৩, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ১৯৯৩, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি, আহ্সান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫, এ এম এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ১৯৯৫, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ১৯৯৬, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ১৯৯৬, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক ১৯৯৬, কুইন্স ইউনিভার্সিটি ১৯৯৬, গণবিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি ১৯৯৬। অর্থাৎ বেশিরভাগ বিশ্ববিদালয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালু করার পর ৫ বছর অতিক্রম করেছে, কিন্তু নীতিমালা মানার চেষ্টা করেনি।

জানা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মনিটরিং করার জন্য সরকার শিগগিরই মনিটরিং সেল অথবা কাউন্সিল গঠন করবে। তবে কবে নাগাদ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তা জানা যায়নি। জমি সংক্রান্ত মামলায় এ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে স্রেফ রাজনৈতিক কারণেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর ৩৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ সালের ৩ নম্বর আইন জারি করা হয়েছে। এই নতুন আইনে ১৯৯২ সালের ৩৪ নম্বর আইনের ধারা ২০-এর পর নতুন ধারা ২০ক এবং ২০ঘ-এর সন্নিবেশে পরিদর্শনের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সনদপত্রের ক্ষেত্রে ৬-এর (১) এ উল্লেখ করা হয়েছে- এই ধারার অধীনে সরকারের কাছে থেকে প্রয়োজনীয় সনদপত্র অর্জন না করে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাবে না।

১৯৯৮ সালের সংশোধনী আইনের ২০ এর (ঘ)তে দণ্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে- কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

সরকার অনুমোদিত ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (আমা), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, গণবিশ্ববিদ্যালয়, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, লিডিং ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, বেগম ওলচেমন আরা ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, সিটি ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, নদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, গ্রীন ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন